শ্রীশচীস্মরণমঙ্গল

'জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন নদিয়া বিহারী॥'

নৃপেন্দ্রলাল দাশ সম্পাদিত

প্রকাশক মনোজবিকাশ দেবরায়
গুরুকুঞ্জ
১৪/১ এ মেঘনা আ/এ
দাঁড়িয়াপাড়া, সিলেট-৩১০০।

প্রথম প্রকাশ মাঘীপূর্ণিমা ১৪১৩ (২০০৭ খ্রি.) [১০০০ কপি]
দ্বিতীয় মুদ্রণ গৌরপূর্ণিমা ১৪১৩ (২০০৭ খ্রি.) [১০০০ কপি]
তৃতীয় মুদ্রণ মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী ১৪১৩ (২০০৭ খ্রি.) [১০০০ কপি]
চতুর্থ মুদ্রণ গৌরপূর্ণিমা ১৪১৪ (২০০৮ খ্রি.) [১০০০ কপি]
পঞ্চম মুদ্রণ মাঘীপূর্ণিমা ১৪১৬ (২০১০ খ্রি.) [১০০০ কপি]
ষষ্ঠ মুদ্রণ মাঘীপূর্ণিমা ১৪১৯ (২০১৩ খ্রি.) [১০০০ কপি]
সপ্তম মুদ্রণ মাঘীপূর্ণিমা ১৪২৪ (২০১৭ খ্রি.) [১০০০ কপি]

প্রচ্ছদ অবিনাশ আচার্য

মুদ্রক মুদ্রণবিদ কম্পিউটার অ্যান্ড অফসেট প্রিন্টার্স
কলেজ রোড, শ্রীমঙ্গল।

মাধুকরী ৩০ টাকা

Sri Shachi Smaran Mongal
The holy birth place of Sri Shachi Debi - Divine mother of Mahaprobhu. Its history and reference.

Price Tk. 30

বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীশচীঅঙ্গনের সেবাকাজে ব্যয়িত হবে।

গৌ র চ ন্দ্রি কা

'শচী জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ।
দুইজন হইলেন আনন্দ স্বরূপ ॥'

নীলাম্বর লীলামণ্ডলের ভেতরেই আমার জন্মস্থান। তাই আবাল্য এ স্থানের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তবে তার চিন্ময় রূপের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে মদীয় গুরুদেব বৈষ্ণবাচার্য ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের করুণায়। সে সম্পর্ক রক্তের চেয়েও বড়। সেই দিব্য আত্মীয়তার কথা স্মরণ করতে চাই নিত্য। এ কারণেই শ্রীশচীঅঙ্গনের একটি লীলাকথা প্রকাশন আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে আমার দুই আত্মজনের লেখায় এটা আমার জন্যে সুমঙ্গল সমাচার।

শ্রীমন মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষপূর্তি উৎসবের প্রাক্কালে মদীয় শ্রীগুরুদেব প্রাতঃস্মরণীয় বৈষ্ণবাচার্য ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ এই সুপ্ততীর্থকে জাগ্রত করে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও সেবাপূজা প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর এই মহাবদান্যতাকে আভূমিনত হয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

জয়পুরধামে– শ্রীশচীঅঙ্গনে শ্রীশচী মায়ের কোলে নিমাই বিগ্রহ– বাৎসল্যরসের এক অতুলনীয় শ্রীমূর্তি। এই প্রাণদ অর্চা বিগ্রহ আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। তাই ভক্তজনকে অবশ্যই আসতে হবে জয়পুরের পবিত্র রজে।

শ্রীশচীস্মরণমঙ্গল গ্রন্থখানি 'ভাবুকা রসিকাজনের' প্রিয় গ্রন্থ হোক– এই প্রার্থনা জানাই। প্রত্যেকের মাঙ্গলিক সহযোগিতায় এই পরমধাম তীর্থ মহিমায় সমুজ্জ্বল হোক – এই প্রার্থনা জানাই।

শ্রীগ্রন্থখানির মাধুকরী ভিক্ষা শ্রীমন মহাপ্রভুর নিত্য সেবার কাজে লাগবে। তাই গ্রন্থখানির প্রচারে ভক্তবৃন্দের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

জয় গৌর হরি
জয় শ্রীশচীঅঙ্গন ধাম
জয় জগদ্বন্ধু হরি।

ভক্তপদ রজঃপ্রার্থী
– মনোজবিকাশ দেবরায়

গোরাচাঁদ

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

সন্ধ্যাকালে শচীকোলে গোরা রায়।
গগন কোলে চাঁদ খেলে দেখি' চেয়ে রয়॥
চাঁদ দেখি' শিশু সুখী মুখ ভরা হাসি।
হেনকালে মেঘ উঠে চাঁদ ঢাকে আসি'॥
চাঁদ না হেরি' গৌরহরি কাঁদ-কাঁদ হৈলা।
মা দিলা মাই মুখে, ঠেলি ফেলাইলা॥
আনো চাঁদ শিশুপ্রাণ ব্যাকুল ক্রন্দনে।
যেন কত দুঃখিত সুন্দর চাঁদ বিনে॥
আপনার কচি কেশ টানে নিচু নুয়ে।
গলার হার ছিঁড়ে ফেলে পড়ি যায় ভুঞে॥
মায়ের হাত কামড়ে দেয় মা উহুঁ উহুঁ বলে।
মানে নাকো অথির শিশু ভাসে অশ্রুজলে॥
সব ছিলো উপায়হীনা সব বলিল বোকা।
চাঁদ না হেরি' কেঁদে মরে শচীর ছেলে খোকা॥
বাবা এল আয়না লই তাই হাতে দিলা।
নিজ বদনচাঁদ পেয়ে গৌর তুষ্ট হৈলা॥
চাঁদ পেয়েছি ভাবে শিশু মিষ্টি মধু হাসি।
বাৎসল্যময়ী শচীমাতা চুমে মুখশশী॥
মহানাম কয় লীলা হেরি' শোন শচীমাতা।
জান না তো কোলে তব এল কোন্ দেবতা॥

প্রণাম

নমস্তে শচীনন্দন
জগন্নাথ সুতায় চ
নীলাম্বর দৌহিত্রায়ঃ
জয়পুর ধামেশ্বর।

– নিখিল ভট্টাচার্য্য

শচী প্রশস্তি

জয় শচীনন্দন, (জয়) জয়পুরধাম।
জয় শচীঅঙ্গন, (জয়) নীলাম্বর প্রাণারাম ॥

উঠিল মঙ্গলধ্বনি গৌরহরি বলে,
জয় দাও জয় দাও সংকীর্তন রোলে।

জয় শচীনন্দন, (জয়) পতিত পাবন।
জয় পরিকর প্রভুর, (জয়) গৌরভক্তজন ॥

জয় সর্বজয়া যোগেশ্বর বিষ্ণুদাস।
গৌরভূমে নিত্য যাঁর মহিমা প্রকাশ ॥

– নৃপেন্দ্রলাল দাশ

শ্রীধাম শচীঅঙ্গনে সেবিত বিগ্রহ

জয়পুরধামে শচীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা

নিখিল ভট্টাচার্য্য

১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস। হবিগঞ্জ শহরস্থিত (তরপেশ্বরী) কালিবাড়িতে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের বার্ষিক উৎসব চলছে। একদিন বিকেল বেলা তিন/চারটে যুবক আমার বাসায় এসে আমাকে জানালো ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ আমাকে ডেকেছেন। এক্ষুণেই কালিবাড়িতে দেখা করতে হবে। হাতের কাজ রেখে দিয়ে আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রওয়ানা হয়ে গেলাম। কালীবাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখি ঁ মায়ের মন্দিরের পশ্চিমদিকের বারান্দায় ব্রহ্মচারী মহারাজ একা বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন–

– তোমাকে ডেকেছি। আমাকে একটি জিনিস দিতে হবে।

– আমি বললাম, কী জিনিস মহারাজ ?

– সে পরে বলব। আগে বল দেবে? বলেই মহারাজ হাত পেতে দিলেন।

– আমার কাছে জিনিসটি আছে কি না, তা না বুঝে কি করে বলি 'দেবো' ?

– আছে, তোমার কাছে আছে। বল দেবে ?

– কিন্তু মহারাজ, বিষয় না জেনে এর প্রতিশ্রুতি দেয়া ব্ল্যাঙ্ক চেকে স্বাক্ষর

করা নয় কি ?

– হ্যাঁ, ব্ল্যাঙ্ক চেকে স্বাক্ষর বটেই। তবে যদি সে চেকটি হয় আমার নামে?

আমি স্বাক্ষর দিলাম মহারাজ। বলতেই মহারাজ পরমোৎসাহে ডাকতে শুরু করলেন, 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু। এই কে আছিস ? ডাক্তারবাবুকে ডাক।'

ডা. গোপেশচন্দ্র বিশ্বাস আর হবিগঞ্জ পৌরসভার বহুদিনের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ক্ষীতিশচন্দ্র দেব চৌধুরী মহাশয় আসতেই ব্রহ্মচারীজী বললেন, 'পেয়ে গেছি', 'পেয়ে গেছি'। তাঁরা দুজন হাসিমুখে আসন গ্রহণ করলেন। আমি অনেকটা আহাম্মকের মত বসে আছি। মহারাজ বললেন,

শোন অধ্যাপক, মহাপ্রভুর জননী– 'শচীমাতার জন্মস্থান হবিগঞ্জের বাহুবল থানার মিরপুরের কাছে জয়পুর গ্রামে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তী শচীদেবীর পিতা। কালের গহ্বরে জয়পুর গ্রামে সেই স্মৃতি হারিয়ে গেছে। তোমাদেরকে সে স্থানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে স্থানটিকে উজ্জ্বল করতে হবে। এটিই তোমার কাছে আমার দাবি। আমার এই দাবির চেকেই তুমি স্বাক্ষর করেছ।

– আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো মহারাজ। আপনি আশীর্বাদ করবেন।

জয়পুর ও মিরপুর অঞ্চলে আমার অনেক ছাত্র-ছাত্রী ছিল। তাদের সহযোগিতায় পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তীর বাড়ির স্থান নির্বাচনের চেষ্টা হলো। জনশ্রুতি অনুযায়ী পশ্চিম জয়পুর 'নারায়ণ-হিলের' পাশে যে ধানীজমিগুলো আছে তাতেই এক কালে নীলাম্বর চক্রবর্তীর বাড়ি ছিল। নারায়ণ চক্রবর্তী এই বাড়িরই একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। জমিগুলোর পশ্চিমাংশে বাঁশঝাড়ের তলায় প্রচুর ১″ ইটের টুকরোর সমারোহ ও এর পাশে ১″ ইটের দেয়ালের ভগ্নাংশ ইত্যাদি দেখে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মাল যে এখানেই নীলাম্বর চক্রবর্তীর বাড়ি ছিল।

শ্রাবণ মাসে চূড়ান্ত স্থান নির্বাচন ও জমি গ্রহণের উদ্দেশ্যে জয়পুর গেলাম। সঙ্গে ছিলেন অ্যাডভোকেট ঁক্ষীতিশ দেব চৌধুরী, বনোয়ারী রায়, দিলীপকুমার রায় প্রমুখ ৫/৬ জন ভক্ত। পশ্চিম জয়পুর পৌঁছলে যোগ দিলেন উমাপদ ভট্টাচার্যসহ বেশ ক'জন ভক্ত। 'নারায়ণ-হিলের' পার্শ্বস্থ পূর্ববর্ণিত স্থানটিই অনুমোদিত হলো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল শ্রী নীরোদচন্দ্র দেব মহাশয়সহ বেশ কয়েকজন গৃহস্থ এই জমিগুলোর মালিক। আমরা প্রথমত নীরোদবাবুর বাড়িতে গেলাম।

চা-পান পর্বের পর নীরোদবাবুর প্রতিশ্রুত একখণ্ড জমিতে (আউশ ধানের

ফসল ছিল) ঘুরে ঘুরে হরি নাম কীর্তন হলো আর বাতাসা ছিটিয়ে হরির লুট দেয়াহলো। গ্রাম থেকে সহসাই খোল করতাল আর বাতাসা সংগ্রহ করা হয়েছিল। জমি সংগ্রহের সংবাদ ড. মহানামব্রতজীকে জানানো হলো আর অনুরোধ করা হলো, তিনি নিজহাতে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। মহারাজ রাজি হলেন এবং পরবর্তী মাঘ/ফাল্গুনমাসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য আসতে পারবেন বলে জানালেন। পরবর্তী মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে জয়পুর ও পাশ্ববর্তী গ্রামবাসী মিলে এখানে উৎসব করলেন। নির্মিত হলো শচীমায়ের কোলে শিশু-নিমাই বিগ্রহ। তবে গ্রামবাসীর অনুরোধে নীরোদবাবু স্থানটি একটু পরিবর্তন করে দিলেন। যে জমিটাতে কীর্তন করে হরিরলুট দেয়া হয়েছিল এর চেয়ে সামান্য পূর্বে রাস্তার পাশে নীরোদবাবুর যে জমিটা ছিল তা'ই দেয়া হলো এবং সেখানে খড়ের মণ্ডপ তৈরি করে শচীর কোলে নিমাই বিগ্রহ পূজিত হয়ে তিনদিনব্যাপী উৎসব হয়েছিল। উৎসবের কয়েকদিন পর ৪ মার্চ ১৯৮৩ খ্রি. মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন নির্ধারিত হলো। ড. মহানামব্রতজী সিলেট থেকে বিভিন্ন ভক্ত সমাবেশে বক্তৃতা দিতে দিতে শ্রীমঙ্গল থেকে জয়পুর আসবেন। বিশ্বরোড থেকে যে রাস্তাটি মন্দিরের পাশ দিয়ে বর্তমানে গিয়েছে– তখন তা ছিল না। তাই নির্ধারিত স্থানে গাড়ি যাবার কোন সুযোগ নেই। তরুণ ছেলেরা পালকি নিয়ে এসেছে মহারাজকে বসিয়ে নিজেরা পালকি বয়ে নিয়ে যাবে। মহারাজের এই পরিক্রমা প্রোগ্রামটা যিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি ছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতাসংগ্রামী ও সাংবাদিক বর্তমানে স্বর্গত নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামে একজন প্রবীণ ভক্তও সঙ্গে ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর বয়স তখন ১০৭ বছর। মহারাজকে পালকিতে নিয়ে আমরা সকলে কীর্তন করতে করতে জয়পুর গ্রামের দিকে এগিয়ে চললাম উৎসবস্থলে যেখানে শচীর কোলে নিমাই বিগ্রহ এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নীলাম্বর চক্রবর্তীর দণ্ডায়মান মূর্তি ছিল। আমরা সেখানে এসে থামলাম। হরিনাম কীর্তন আর ধূপ-ধূনার গন্ধে চারদিকে আমোদিত। পালকি থেকে নেমে মহারাজ দাঁড়িয়ে ধ্যানস্থ।

তারপর মহারাজের নিজের হাতের লেখা থেকে পড়ুন–

জয় গৌর-জয় জগদ্বন্ধু

জয়পুরধামে শ্রীশচী জননী অঙ্গন প্রতিষ্ঠা

'শ্রীশ্রীগৌর ভক্তজনবৃন্দের সেবক আমরা কতিপয় সজ্জন বাহির হইয়াছি গৌর পরিক্রমায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পঞ্চশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী পরিষদের নির্দেশে। আর দুই বৎসর পর মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পঞ্চশতবর্ষ

পূর্ণ হইবে। এই পরিক্রমা তাহার প্রস্তুতি পর্ব। পরিক্রমার একটি প্রধান অঙ্গ গৌরগণের পদাঙ্কিত শ্রীতীর্থের উজ্জ্বলতার বিধান। সুনামগঞ্জ মহকুমা বর্তমানে একটি জেলা। সুনামগঞ্জ মহকুমার নবগ্রামে অদ্বৈত আবির্ভাবতীর্থে নূতন মন্দির ও ভোগমন্দির এবং আবাস লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে। পঞ্চখণ্ডে শ্রীবাসুদেবমন্দির পার্শ্বে শ্রীবাস পণ্ডিতের স্মৃতিপ্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে।

অদ্য ১৯ ফাল্গুন শুক্রবার (৪.৩.৮৩) আমরা আসিয়াছি জয়পুর গ্রামে। এই গ্রামে পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তীর গৃহ ছিল। ইহা বহুদিনের ঐতিহ্য। চক্রবর্তী মহাশয় শচীদেবীর জনক। সুতরাং এই জয়পুর গ্রাম শচীদেবীর জন্মভূমি।

কয়েক শত ভক্ত সঙ্গে মধুর হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে আমরা জয়পুর গ্রামে প্রবেশ করিলাম। যে স্থানে আমরা স্থিত হইলাম সেস্থানে একটি কুটিরে দেখিলাম– শচী জননীর ক্রোড়ে শিশু-নিমাই– এক মনোহারী বিগ্রহ। নিকটে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বিগ্রহ মূর্তি- মনে হইল নীলাম্বর চক্রবর্তী দণ্ডায়মান হইয়া আমাদিগকে বলিতেছেন– এই আমার বাস্তুভিটা। মাতৃকোলে নিমাইয়ের মূর্তি ধ্যানে সুদৃঢ় অনুভূতি জাগিল– এই স্থানই শচী জননীর জন্মস্থান– ইহা মহাতীর্থভূমি। তখন বিরাট জনসভার সম্মুখে বলিলাম–

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জগদ্বন্ধুসুন্দরের শ্রীপাদপদসেবী ভৃত্য আমি মহানামব্রত দাস জনতা সমক্ষে এই ঘোষণা করিতেছি–

'শচীগর্ভ সিন্ধুমাঝে চন্দ্রের প্রকাশ।
পাপতাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ॥'

যাঁহার আগমনে সংসারের সর্ববিধ তিমির বিনাশপ্রাপ্ত– সেই গৌরচন্দ্র যাঁহার গর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত তিনি অভিন্ন যশোদা শ্রীশ্রীশচীদেবী। এই তাঁহার জন্মভূমি। এই তীর্থস্থানে মন্দিরাদি করিয়া আমরা উজ্জ্বল করিব এই সংকল্পে এই স্থানে ভিত্তি স্থাপন করিলাম। অদূর ভবিষ্যতে জগতের নরনারী আসিয়া এই মহাতীর্থে শির লোটাইবে। এই লুপ্ত তীর্থ প্রকট করিবার ভাগ্য পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। এই শচীদেবীর লীলামণ্ডল শ্রীমঙ্গল হইতে হবিগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শত শত নর-নারী ধামের উজ্জ্বলতা বিধানকল্পে অর্থাদি দিতে লাগিলেন। নগদ ও প্রতিশ্রুতিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা

আসিল। জমির মালিক জমি দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কেহ ইষ্টক, কেহ সিমেন্ট, কেহ শিল্পকার্যাদি করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। জমির মূল্য ধরিলে মোটামুটি প্রায় আশি হাজার টাকার ব্যবস্থা হইয়া গেল।

নগদ টাকা ও যাহারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহাদের নামের লিস্ট একটি কমিটির হস্তে ন্যস্ত করা হইল। গৌরপূর্ণিমার দিন তাহারা মন্দিরের কার্য আরম্ভ করিবেন এইরূপ নির্দেশ রহিল। সহস্র সহস্র নর-নারীর সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত কমিটি গঠিত হইল।

০১। ডা. শ্রী গোপেশ চন্দ্র বিশ্বাস - সভাপতি (হবিগঞ্জবাসী)
০২। শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দেব চৌধুরী- সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জবাসী)
০৩। অধ্যাপক শ্রী নিখিল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য- সম্পাদক (হবিগঞ্জবাসী)
০৪। শ্রী উমাপদ ভট্টাচার্য্য - সহ-সম্পাদক (জয়পুরবাসী)
০৫। শ্রী সত্যেন্দ্রকুমার রায় - কোষাধ্যক্ষ (শ্রীমঙ্গলবাসী)
০৬। শ্রী গোপাল দেব চৌধুরী - সদস্য (শ্রীমঙ্গলবাসী)
০৭। শ্রী গোপাল চক্রবর্তী - সদস্য (জয়পুরবাসী)
০৮। শ্রী নিরোদ চন্দ্র দেব - সদস্য (জয়পুরবাসী)
০৯। শ্রী যতীন্দ্র দেব - সদস্য (সাটিয়াজুরী)
১০। শ্রীরাধাবল্লভ দেব - সদস্য (ভূগলীবাসী)
১১। শ্রীসুশীল চন্দ্র সাহা - সদস্য (মিরপুরবাসী)

কমিটির সভ্য সংখ্যা বাড়াইয়া লইবার অধিকার কমিটির থাকিল। কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হইল সকল গৌরভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া গৃহস্থদের নিকট হইতে ধান্য সংগ্রহ করিয়া গৃহে গৃহে মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করিয়া বৎসরকাল মধ্যে শ্রীশ্রীশচীমাতার শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির নির্মাণ করিতে হইবে। শ্রীশ্রীগৌরহরি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শক্তি দান করিয়া তাঁহার কার্য তিনি সমাধান করাইয়া লইবেন। আমরা ক্ষুদ্রজীব– উপলক্ষ মাত্র।

ভক্তদাসানুদাস
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
জয়পুরধাম - শ্রীশচীঅঙ্গন

১৯ ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৮৯
৪ মার্চ ১৯৮৩

জয়পুরে এ সব আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন আমার প্রাক্তন ছাত্র হাইস্কুলের শিক্ষক উমাপদ ভট্টাচার্য। উমাপদ তার নিজের বাড়িতে মহারাজসহ সকল সাধু, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও ভক্তবৃন্দের সেবার আয়োজন করেন। উমাপদের বৃদ্ধামাতা, শাশুড়ি ও বাড়ির বউরা কয়েক'শ মানুষের সেবার রান্না-বান্নাসহ সকল কাজ নিজহাতে করায় মহারাজ খুব প্রীত হয়ে নারায়ণের প্রসাদ গ্রহণ করেন। উমাপদের কুলদেবতা শালগ্রামে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ।

বিকেল বেলা উৎসবাঙ্গনে সভা বসল। মন্দিরের ভূমিদাতা নীরোদবাবু ঘোষণা করলেন যে তিনি তার দানকৃত জমির পশ্চিমের আরও দশ শতক জমি মন্দিরের জন্য দান করবেন। গ্রামেরই ভক্ত ধীরেন্দ্র দেব ও শচীন্দ্র দেব নীরোদবাবুর দানকৃত জমির সংলগ্ন বিশ শতক জমি দানের প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তীকালে গোপাল চক্রবর্তী মহাশয় ছয় শতক জমি মন্দিরের আনুকূল্যে দান করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও চব্বিশ শতক জমি মন্দিরের নামে ক্রয় করে দিয়েছেন হবিগঞ্জ শহরের ডা. গোপেশচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল সরকার।

মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ হতে বৎসরাধিক কাল সময় লেগেছিল। মৃত্তিকা নির্মিত শচীর কোলে নিমাই আর নিকটে দণ্ডায়মান নীলাম্বর চক্রবর্তীর বিগ্রহ বসিয়ে মন্দির চালু করা হয়ে গেল। মহারাজের নির্দেশ ছিল প্রতিমা হবে নিম কাঠের। অনেক অন্বেষণের পর একজন ভাল কাষ্ঠ শিল্পীর সন্ধান পাওয়া গেল। নাম শ্রীকামিনী সূত্রধর, তাঁর বাড়ি 'বিরাট' (ভাটিপাড়া) আজমিরীগঞ্জ উপজেলায়। মূর্তি নির্মাণের জন্য দুটি ছোট ছোট নিমগাছ দান করলেন ঐ গ্রামের পাল ভ্রাতৃদ্বয়– শ্রী অজিত কুমার পাল, হেডমাস্টার ও শ্রী বিশ্বজিত পাল, অধ্যক্ষ, আজমিরীগঞ্জ কলেজ।

শচীমায়ের কোলে শিশু-নিমাই মনোহারী বিগ্রহ মন্দিরে অদ্যাবধি শোভা পাচ্ছেন। নিকটে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নীলাম্বর চক্রবর্তী (শচীমায়ের পিতা)। চক্রবর্তীর মূর্তি নির্মাণের সমস্ত ব্যয় বহন করেছেন শ্রী নিরঞ্জন সাহা, পশ্চিম রূপশংকর, মিরপুর। চক্রবর্তী মহাশয়ের মূর্তি নির্মাণশিল্পী ছিলেন শ্রী সাধন চন্দ্র পাল, শাহ্বদুপুর। দেশ-বিদেশের ভক্তদের আনুকূল্যে মহাপ্রভুর নিত্যপূজা ও ভোগরাগ প্রচলিত হয়েছে।

শচীমায়ের পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নবদ্বীপে টোল খুলে বহু ছাত্রকে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়িয়েছেন। তাঁরা রথীতর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। চৈতন্যলীলায় উল্লেখিত বাসুদেব সার্বভৌম নীলাম্বর

চক্রবর্তীর সহপাঠী ছিলেন।

সেকালে জয়পুর একটি অতি উন্নত পল্লী ছিল। জয়পুর সম্পর্কে কবি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে উল্লেখ আছে–

শ্রীহট্ট দেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম।
সর্ব্ব সুখময় স্থান ক্ষিতি অনুপাম ॥
দিঘি সরোবর কূপ তড়াগ সোপান।
দেউল, দেহরা মঠ, নানা পুষ্পোদ্যান ।
নাট্যশালা পাঠশালা চৌখণ্ডি বাঙালি।
ধ্বজ, কলহংস, পারাবত করে কেলি ॥
নারিকেল, পনখ, তরাখ, আম বট।
বকুল, চম্পক, তাল, কদম্ব, নিকট ॥

সর্ব সুখময় স্থান জয়পুরের সুখ কালের গহ্বরে হারিয়ে গিয়েছিল। এখন শচীমা মহাপ্রভুকে নিয়ে ফিরে এসেছেন। জয়পুরের সর্বসুখ আবার জাগ্রত হয়ে উঠবে এই বাসনা।

ওঁ ইতি

শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গনধাম জয়পুরে ভূমিদাতা ভক্তবৃন্দের নামের তালিকা

ভক্তের নাম পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা	ভূমির পরিমাণ		খতিয়ান নং	দাগ নং		মন্তব্য
		পুরাতন জরিপ অনুযায়ী	নতুন জরিপ অনুযায়ী		পুরাতন জরিপ অনুযায়ী	নতুন জরিপ অনুযায়ী	
নীরোদ চন্দ্র দেব পিতা- স্বর্গীয় নদীয়া চাঁদ দেব	পূর্ব জয়পুর	.২০ শতক	.১৯ শতক		১৫৭৯-১৫৮০	২২৮৩	পুরাতন জরিপ অনুযায়ী .৭০ শতক ভূমি ছিল। কিন্তু নতুন জরিপ অনুযায়ী .৬৮ শতক ভূমি রেকর্ড করা হয়েছে।
ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেব, শচীন্দ্র চন্দ্র দেব পিতা - স্বর্গীয় সুরেন্দ্র চন্দ্র দেব	পূর্ব জয়পুর	.২০ শতক	.১৯ শতক	২২৪	১৫৮১	২২৯২	
গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী পিতা- স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার চক্রবর্তী	পূর্ব জয়পুর	.০৬ শতক	.০৬ শতক	১৮৫	১৫৬৮	২২৮০	
ডা. গোপেশ চন্দ্র বিশ্বাস পিতা : ভরত চন্দ্র বিশ্বাস লক্ষ্মী রানী সরকার স্বামী - শ্রী শচীন্দ্র লাল সরকার	হবিগঞ্জ	.২৪ শতক	.২৪ শতক	১২৫	১৫৮২	২২৯১	
ভূমির মোট পরিমাণ		.৭০ শতক	.৬৮ শতক				

শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম এর অবস্থান : সিলেট-ঢাকা (বাইপাস) রাস্তার ৮৫তম কি. মি. এ মিরপুর বাসস্টপ হইতে মিরপুর শ্রীমঙ্গল রাস্তায় ২ কি. মি. অগ্রসর হয়ে দক্ষিণমুখী পিচকরা রাস্তায় ১ মাইল গেলে রাস্তার সঙ্গেই শ্রীমন্দির। শ্রীমন্দির পর্যন্ত কার, মাইক্রোবাস, বাস অবাধে চলাচল করে।

শ্রীং দুর্গা [illegible]

2 DEC 96

মহামহোপাধ্যায় [illegible]
[illegible]
[illegible]

প্রীতিভাজনেষু

শ্রী [illegible]

[illegible]
[illegible] ৬৩০ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শেষ [illegible]।

তোমার [illegible]
[illegible]
শুভার্থী
মহামহোপাধ্যায় [illegible] শাস্ত্রী

[illegible]

-[illegible]

শ্রী শ্রী [illegible] সেবক [illegible] বাহির হইয়াছি [illegible] করিবার। [illegible] পরিক্রমার নিমিত্ত। [illegible] এই [illegible] [illegible] ও [illegible] ও [illegible] হইয়াছে।

[illegible] (৫.৩.৮৩) [illegible] এই [illegible] সুতরাং এই [illegible] জন্মভূমি।

[illegible] এই [illegible] [illegible] এই [illegible]

[illegible] [illegible] এই [illegible]

" [illegible] "

[illegible] [illegible] এই [illegible] জন্মভূমি। এই [illegible] এই [illegible] এই [illegible] এই [illegible] হইতে [illegible]। ''

[illegible]

(ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ নরনারী-বৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন। শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনিতে প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল। স্বামীজী মহারাজ সকলকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ দিলেন। [illegible] উক্ত দিন হইতে [illegible] প্রতিশ্রুতি দিলেন। স্বামীজী প্রভু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন

অতঃপর ও সকলে প্রস্তাব দিলেন [illegible] [illegible] কমিটি [illegible] [illegible] গঠন হইল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নির্বাচন

সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ [illegible] হইল

১। ডাঃ শ্রীগোপাল চন্দ্র বিশ্বাস - সভাপতি (হরিনগরবাসী)
২। শ্রীসতীশ চন্দ্র দেব চৌধুরী - সহ সভাপতি "
৩। অধ্যাপক শ্রীনলিনী চন্দ্র ভট্টাচার্য, সম্পাদক "
৪। শ্রীউমানন্দ ভট্টাচার্য ... সহ সম্পাদক (জয়পুরবাসী)
৫। শ্রীসাধুচন্দ্র পুরকায়স্থ ... কোষাধ্যক্ষ (শ্রীমঙ্গলবাসী)
৬। শ্রীগোপাল দেব চৌধুরী সদস্য "
৭। শ্রীগোপালচন্দ্র [illegible] "
৮। শ্রীনিত্যানন্দ দেব "
৯। শ্রীরবীন্দ্র দেব দেব "
১০। শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব "
১১। শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র সাহা "

[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

২৯ ফাল্গুন, মুক্তিধাম, [illegible]
৪ঠা মার্চ ১৩৫০

[illegible]
[illegible]
[illegible] শ্রী[illegible]

শ্রীশচীস্মরণমঙ্গল

নৃপেন্দ্রলাল দাশ

(১)

'তরপ দেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম।
সর্ব্বসুখময় স্থান ক্ষিতি অনুপাম ॥'

জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে এভাবেই জয়পুরের বর্ণনা দিয়েছেন। বৃহৎ সরোবর ও আটচালা গৃহ ইত্যাদির বর্ণনা আছে তাঁর গ্রন্থে। এই প্রসিদ্ধ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন রথীতর গোত্রীয় নীলাম্বর চক্রবর্তী। তিনি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। দেশে অনাবৃষ্টি ও চুরি-ডাকাতি আরম্ভ হলে তিনি জয়পুর গ্রাম ছেড়ে নবদ্বীপ চলে যান।

'নীলাম্বর চক্রবর্তী, মিশ্র জগন্নাথে সবান্ধবে
জয়পুর ছাড়িলা উৎপাতে।'

এই জয়পুর ছাড়ার আগেই তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

'দুই পুত্র এক কন্যা হইল তাঁহার।
প্রথম যোগেশ্বর পণ্ডিত দ্বিতীয় শচী হয়।
তৃতীয় রত্নগর্ভ ভট্টাচার্য চতুর্থ সর্বজয়া হয় ॥'

(প্রেমবিলাস)

যোগেশ্বরের অন্য নাম বিশ্বেশ্বর রত্নগর্ভের অন্য নাম বিষ্ণুদাস। নীলাম্বর চক্রবর্তী নবদ্বীপ গিয়ে বেলপুকুরিয়া পল্লিতে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিলো বলে খ্যাতি লাভ করেন।

নীলাম্বর কন্যা 'শান্তমূর্তি শচীদেবী অতি খর্বকায়' যৌবনবতী হলে নীলাম্বর ঢাকা দক্ষিণের মিশ্র পুরন্দর জগন্নাথের সঙ্গে নিজ কন্যার বিয়ে দেন।

'নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহো স্বধর্ম তৎপর ॥' চৈ: ভা:

এই বিয়ের বর্ণনা পাই প্রদ্যুম্ন মিশ্র রচিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যোদয়াবলী* নামক গ্রন্থে।

মহাপ্রভুর শ্রীহট্ট ভ্রমণের প্রামাণিক এই গ্রন্থ শ্রীমন মহাপ্রভুর আদেশেই

লিখেছিলেন তাঁর জ্ঞাতিভাই প্রদ্যুম্ন মিশ্র। সেই গ্রন্থে আছে–

'কৃত্বা পাণিগ্রহণ শচ্যা নবদ্বীপে দ্বিজোত্তমঃ।
জগন্নাথোহবসৎ প্রীত্যা কান্তয়া সৌর্যয়াবৃতঃ॥' ১১/২

দ্বিজোশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ মিশ্র শচীরানীর পাণি গ্রহণ করে নবদ্বীপে পরম আনন্দে বাস করতে লাগলেন।

'তাঁন পত্নী শচী নাম মহাপতিব্রতা।
মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা॥' চৈ. ভা.

তাদের আটটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং অকালেই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর পুত্র বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। তবে এই পুত্র ছিলেন খুব অমনোযোগী ও উদাসীন। শচী জগন্নাথ দেশে আসার জন্যে উপেন্দ্র মিশ্র চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তখন পুত্র বিশ্বরূপের বয়স এক বছর। নীলাম্বর পত্নী বিলাসিনী দেবীর কাছে ছেলেকে রেখে তাঁরা ঢাকা দক্ষিণের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

'কতদিন থেকে শচীর মনেতে উল্লাস।
পূর্ব শ্রীহট্ট আসি করিবেন বাস॥'

তাঁরা এলেন গুপ্ত বৃন্দাবন শ্রীহট্টে। কবি ধূপরাজ 'গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস'– গ্রন্থে বর্ণনা দিয়েছেন–

'জগন্নাথ-শচীরানী অতি শুদ্ধমতি।
আপনার দেশে আসি করিলা বসতি॥'

তাঁরা যখন ঢাকাদক্ষিণে আছেন– তখন জগন্নাথ মিশ্রের মা শোভাদেবী স্বপ্নে এই দৈববাণী শুনতে পান–

'শৃনু শোভে! সুষায়াস্তে প্রাদুর্ভবামি চানঘে
ততঃ পুত্রং সুষাস্থৈব নবদ্বীপে মনোরমে॥' ২৩/২

শোন শোভা, তোমার পুত্রবধূ গর্ভে আমি আবির্ভূত হবো। তুমি তাদেরকে তাড়াতাড়ি নবদ্বীপ পাঠিয়ে দাও। যাওয়ার সময় শোভাদেবী শ্রীশচীরানীকে বললেন– 'তোমার পুত্রকে একবার আমার কাছে পাঠাবে। আমি তাকে দেখতে চাই।' যথাসময়ে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বম্ভর-নিমাই-গৌরাঙ্গ।

(২)

সেই পুত্র নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন চব্বিশ বছর বয়সে। গয়া থেকে পিতৃশ্রাদ্ধ করে নবদ্বীপ এলেন। আগে ছিলেন টোলের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত– এখন হলেন ভাবুক সংকীর্তনমগ্ন সন্ন্যাসী। যতিবেশধারী শ্রীমন মহাপ্রভুকেশান্তিপুরে

অদ্বৈতগৃহে আনীত হলে শচীমাকে নিয়ে আসা হয়। মা তাঁকে দেখে বিলাপ করতে থাকেন। তখন মার শ্রীচরণ বন্দনা করে শ্রীচৈতন্য বলেন–

'প্রভু বোলে মাতা তুমি স্থির কর মন।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন ॥
চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণ গান।
কোনো কালে আছিল তোমার পৃশ্নি নাম ॥
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী।
তবে তুমি স্বর্গে গেলা অদিতি আপনি ॥
তবে আমি হইলুঁ বামন অবতার।
তথাও আছিলা তুমি জননী আমার ॥
তবে তুমি দেবাহুতি হৈলা আর বার।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার ॥
তবে তো কৌশল্যা হৈলা আর বার তুমি।
তথা তো তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি ॥
তবে তুমি মথুরায় দেবকী হইলা।
কংসাসুর অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা।
তথাও আমার তুমি আছিলা জননী ।
তুমি সেই দেবকী- দেবকী পুত্র আমি ॥' - চৈ. ভা.

এভাবে শচীমাকে প্রবোধ দিয়ে শ্রীমন মহাপ্রভু জানালেন, 'আমার মার সংবাদ সহজে পাওয়ার জন্যে আমি বঙ্গদেশের কাছাকাছি পুরীতে অবস্থান করবো। প্রতি বছর রথযাত্রার সময় বঙ্গদেশ থেকে বহু ভক্ত পুরীতে যান। তাদের কাছ থেকে মায়ের কুশল সংবাদ জানা যাবে।'

অদ্বৈতগৃহে শচীমাতা যতি বেশধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেন–'বাবা, আমি তোমার ঠাকুরমা শোভাদেবীর কাছে অপরাধ করেছি। সেই অপরাধে আজ আমার পুত্র গৃহত্যাগী হয়েছে। তখন মহাপ্রভু বলেন– তুমি সমস্ত বিবরণ আমাকে বল?'

শ্রীশচীমা তখন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'আমরা যখন ঢাকাদক্ষিণে আছি তখন আমার শাশুড়ি স্বপ্নে দেখেন স্বয়ং বিষ্ণু আমার সন্তান হয়ে আসছেন। তখন তিনি পবিত্র সুরধনী গঙ্গার তীরে আবার আমাদেরকে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা হয়েছিল যমুনাতীরে। এবার হবে পতিতপাবনী গঙ্গাতীরে তাই আমরা নবদ্বীপে চলে আসি শ্রীহট্ট ভূমি ছেড়ে। তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, যেন তোমাকে একবার তার কাছে পাঠাই; তিনি তোমাকে

দেখতে চান। কষ্টকর যাত্রা মনে করে আমি এতদিন তোমাকে সে কথা বলিনি। এখন তো স্বেচ্ছায় তুমি চরম কষ্টের জীবনই গ্রহণ করেছো।' একথা বলেই কাতরকণ্ঠে শচীমা বিলাপ করতে করতে উচ্চারণ করেন–

'তব পিতামহী কাছে, এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে
তোমাকে পাঠাতে তার ঠাঁই।
তথা গিয়া একবার, ইচ্ছা পূর্ণ কর তার
তব কাছে এই ভিক্ষা চাই॥'

জননীর আদেশেই তিনি শ্রীহট্ট ভ্রমণে এসেছিলেন। ঢাকাদক্ষিণে পিতামহীকে দর্শন দিলেন ষড়ভূজ গৌরাঙ্গমূর্তিতে। তখন হয়ত তিনি মাতুলালয় জয়পুরধামেও এসেছিলেন।

সন্ন্যাসী গৌরসুন্দর পুরীধামে আছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রাণপুরুষ হয়েই আছেন। এ দিকে শ্রীশচীমাতার দিন যায় নিদারুণ কষ্টে।

'বিবর্ণ হইলা শচী অস্থিচর্মসার।
শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার॥'

এই সব বিবরণ শুনে শ্রীমন মহাপ্রভু রথের সময় পুরীতে আসা শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে প্রসাদী বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে বলেন–

'এই বস্ত্র মাতাকে দিও, এসব প্রসাদ–
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইও অপরাধ॥
নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে আসিনু তার চরণ দেখিতে॥'

সত্যি গৌরহরি আসতেন। শচীমা নিত্য গোপালের ভোগ দিতেন। নিমাইয়ের প্রিয় ব্যঞ্জন রান্না করতেন। ভোগ নিবেদন করে তিনি বসে থাকতেন। মহাপ্রভু সেই ভোগ গ্রহণ করার জন্যে সূক্ষ্মদেহে আসতেন। দামোদর পণ্ডিতকে একবার নবদ্বীপে পাঠান শচীমাতার কাছে। তখন গৌর হরি বলেন–

'মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কার।
মোর সুখকথা কহি সুখ দিও তার॥
নিরন্তর নিজ কথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইলা ইহাতে॥
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ।
আর এক গুহ্য কথা তাঁরে স্মরণ করাইহ॥
বারবার আসি, আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে॥

এই মাঘ সংক্রান্তি তুমি রন্ধন করিলা।
নানা পিঠা ব্যঞ্জন ক্ষীর পায়েস রান্ধিলা।
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলা ধ্যান।
ভোজনে করিয়ে আমি তুমি তা জান॥
এই মত বার বার করাইহ স্মরণ।
আমার নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ॥' চৈ. চ. ৩/৩/২৬

এইভাবে মায়ের প্রতি তাঁর চরম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন বার বার। মায়ের জন্যে দ্রব্যাদি পাঠিয়েছেন। শচীমার বস্ত্রের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্যে শাড়ি পাঠিয়েছেন। সন্ন্যাস নেবার পর মহা তপস্বিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পিতৃগৃহে চলে যাওয়ার জন্যে পিতামাতা বহু সাধ্য-সাধনা করেছেন। শচীমাকে ছেড়ে বিষ্ণুপ্রিয়া পিতৃগৃহে যাননি। মায়ের সেবা করা তার প্রধান ধর্মকর্ম ছিল। একবার বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সন্ন্যাসীর স্ত্রীর কীভাবে জীবনযাপন করা উচিত এ বিষয়ে উপদেশ চেয়ে শ্রীমন মহাপ্রভুকে একটি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রেও বার বার শচীমার প্রসঙ্গই মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই পত্রটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করি–

'যে অবধি গেছ তুমি এসব ছাড়িয়া।
সে হতে আছেন মাতা উপোস করিয়া॥
সদা তাঁর সঙ্গেতে মালিনী ঠাকুরানী।
নৈলে প্রাণে এতদিন মরিতেন তিনি॥

পিতা চেয়েছিলেন মোরে বাড়ি লইবারে।
তা কি আমি যেতে পারি মাকে একা ছেড়ে।'
সন্ন্যাসী ঘরণীর নিয়ম কিছুই না জানি।
কি খাহিব কি পরিব লিখিবে আপনি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে চার স্থানে মহাপ্রভুর নিত্য আবির্ভাব–

১. শচীঅঙ্গনে ২. নিত্যানন্দ নর্তনে ৩. শ্রীবাসের কীর্তনে ও ৪. রাঘব ভবনে।

আমরা তাই বিশ্বাস করি এই জয়পুরধামে শ্রীশ্রীশচীমাতার অঙ্গনে শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য বিরাজিত।

'শচীগর্ভে বৈসে সর্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আসি হইলা প্রকাশ॥' চৈ: ভা:

পরিশিষ্ট-১

শ্রীহট্টীয় গৌরপরিকর

'পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার!' চৈ: ভা: আদি-১৫ তা-১৯

রবীন্দ্রবন্দিতা শ্রীভূমি শ্রীহট্ট ধর্ম ও আধ্যাত্মিক অবদানেও এক গরীয়ান স্থান অধিকার করে আসছে। বাঙালির চিত্তলোক মন্থন করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক যে অমৃতপুরুষ কায়া ধারণ করেছিলেন; তিনি এই শ্রীহট্টেরই সন্তান। এ নিয়ে প্রখ্যাত ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন– 'সমস্ত বঙ্গদেশ এমনকী উৎকলেরও কতকাংশ অর্থাৎ যে যে দেশবাসীরা চৈতন্যের দোহাই দিয়াই থাকে, তাঁহারা শ্রীহট্টসাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত। এই সাম্রাজ্যের রাজ চক্রবর্তী চৈতন্যদেব এবং অন্যতম নেতা অদ্বৈতাচার্য, আমরা সকলে ইহাদের রাজ্যে বাস করি।'

চা-পাতার নিসর্গে আঁকা ভৌম-শ্রীহট্টের অপরিমেয় দানের পাশে ভাব শ্রীহট্টের এই অতলস্পর্শ অবদান সম্পর্কে আরো বহু মনীষীর নন্দিত উক্তি রয়েছে যা' শ্রীভূমির ঐতিহ্যের প্রতি, মহাপ্রভুর সীমাহীন অবদানের প্রতি তাঁদের সশ্রদ্ধ উচ্চারণরূপে অভিহিত করা যায়। একটি উৎকলন–

'সারা বাংলা ভারত ঘুরিয়া বেড়াই। শ্রীমন মহাপ্রভুর মহাদান প্রেম-ভক্তির প্রবাহ যেমনটি দেখি শ্রীহট্ট জেলায়, তেমনটি আর কোথাও দেখিতে পাই না। দেশ-বিভাগের পরও সেখানকার ভক্তিধারা ক্ষুণ্ন হয় নাই। মনে হয় গৌরহরি পিতৃপুরুষের ভূমি ভক্তিবৃক্ষের মূলস্কন্ধ মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঁইয়ের জন্মভূমি, গৌরআনা ঠাকুর সীতানাথের বাল্য লীলাভূমি এই জন্যই বুঝি শ্রীভূমি শ্রীহট্ট সততই প্রেমরসসিক্ত।'

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের এ উক্তি থেকেও শ্রীভূমি সিলেটের একটি চিন্ময় পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। লাউড়ের কাত্যায়ন গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ রাজা দিব্যসিংহের মাতুল মাধবেন্দ্রপুরী বাংলার বৈষ্ণবধর্মের আদি স্থপতি। তিনি মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর গুরু। সত্যিই তিনি 'ভক্তিবৃক্ষের মূলস্কন্ধ।' মিথিলার লাউড় নামক স্থানের কাত্যায়ন গোত্রের যে সব বৈদিক

ব্রাহ্মণ শ্রীহট্টে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন তারা আদি বাসস্থানের নামানুসারে শ্রীহট্টের ঐ স্থানকেও লাউড় বলে আখ্যায়িত করেন। শ্রীহট্টকে সে কারণেই হয়ত পূর্ব মিথিলা বলা হত। এই লাউড়ের রাজধানী নবগ্রামের নিকটবর্তী পূর্ণিপাট গ্রামে মাধবেন্দ্রপুরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে গ্রামটি পুরানঘাট নামে পরিচিত।

'ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধর।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বার বার।'

চৈ. ভা. ১/৬১১

১. অদ্বৈত

গৌরআনা ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য। রাজমন্ত্রী কুবেরাচার্যের পুত্র কমলাক্ষ পরবর্তী জীবনে অদ্বৈত নামে শান্তিপুরে অধিষ্ঠিত হন। প্রথম জীবনে অদ্বৈতপন্থি ছিলেন এ পরিচিতি নামের সঙ্গে মুদ্রিত আছে। মুরারীগুপ্ত তাঁকে অভিহিত করেছেন

'শ্রীযুতাদ্বৈত বর্ষস্য শিবাংশস্য মহাত্মন।'
'অদ্বৈত কারণে চৈতন্য অবতার।' - চৈ. ভা. আদি-২ অ: ৯৫

চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

'মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি অদ্বৈত পূর্ণনাম॥'

গৌরআনা ঠাকুর অদ্বৈত কুবেরাচার্যের সন্তান। তাঁর মার নাম নাভাদেবী। অদ্বৈতের বাল্যনাম কমলাক্ষ।

'মোর নাম অদ্বৈত প্রভুর শুদ্ধদাস।' চৈ. ভা.

শিব অংশে তাঁর জন্ম। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল–

'করাইমু কৃষ্ণ সর্বনয়ন গোচর।
তবে সে অদ্বৈত কৃষ্ণের কিঙ্কর।' চৈ. ভা. ১১৩ আদি

ইনি প্রতিদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন ভক্তিহীন জীবের উদ্ধারকল্পে ভগবানের অবতরণের জন্য। তাই কথিত হয়– অদ্বৈতকারণে চৈতন্য অবতার।

মহাপ্রভু এই অতি বৃদ্ধ বরিষ্ঠ পার্ষদকে আদর করে ন্যাড়া বলে ডাকতেন। তাঁর সঙ্গে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। চৈতন্যভাগবতে আছে, একদিন মহাপ্রভু অদ্বৈতকে প্রশ্ন করলেন– 'জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়?' উত্তরে অদ্বৈত বললেন 'সর্বকালে বড় জ্ঞান।' একথা শুনে গৌরসুন্দর ক্রোধে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন– মহাপ্রভুর প্রভাবে বৈদান্তিক অদ্বৈত ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেছিলেন। অনেকের মতে তিনি শ্রীধর স্বামী ও মাধবেন্দ্রপুরীর অনুসরণ করে

Believed in tempering intellectual Advaitism with emotional Bhakti. (S.K De Vaisnava Faith and movement, PP. 24-25.

নীলাচলে সর্বসমক্ষে তিনি শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণাবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। প্রধানত অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দের নেতৃত্বেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বাংলাদেশ প্রচলিত ও প্রচারিত হয়েছিল। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী মহাপ্রভুকে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ বলে প্রচার করেছিলেন। অদ্বৈত তাঁকে পরতত্ত্ব কৃষ্ণবতার রূপে প্রচার করেছিলেন। বাংলাদেশে অদ্বৈতাচার্যের এ মতই প্রচারিত হয়েছিল। অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবীও বাংলার বৈষ্ণব ভাবধারা প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মহাপ্রভুর এই মহান পার্ষদ জন্মস্থান লাউড়ে তাঁর শিষ্য ঈশান নাগরকে পাঠিয়েছিলেন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে। লাউড় রাজ্যের রাজা দিব্যসিংহ অদ্বৈত প্রভাবে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন ও লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস নামে বৈষ্ণব সাধক জগতে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হন সাধুসন্ত রূপে। অদ্বৈত পুত্ররাই শান্তিপুর ও নবদ্বীপে সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব ও গুরুপদ লাভ করেছিলেন।

২. মুরারীগুপ্ত

'ভবরোগ বৈদ্য মুরারী নাম যার
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার।'

মহাপ্রভুর সহপাঠী এই মুরারী গুপ্ত। যিনি বয়সে বড় ছিলেন। তাঁকে সিলেটি বলে ব্যঙ্গ করতেন। তখন মুরারী গুপ্ত বলতেন–

'আপনে হইয়া শ্রীহট্টীয় তনয়
তবে গোল কর– কোন যুক্তি ইথে হয়।'

শ্রীহট্টের পরম গৌরব মহাপ্রভুর প্রথম জীবনী লেখক ও শ্রীহট্ট প্রদীপ মুরারী গুপ্ত। মহাপ্রভুর বয়োজ্যেষ্ঠ এই সহপাঠী সংস্কৃত ভাষায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত নামে আদিতম চৈতন্য জীবনী আকরগ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণ্যে গ্রন্থটি মুরারী গুপ্তের কড়চা নামে পরিচিত। দামোদর পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে এ গ্রন্থ রচিত হয়। এতে চারটি প্রক্রম এবং মোট আটাত্তোরটি স্বর্গ আছে। মৃণালকান্তি ঘোষ গ্রন্থখানি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। আঠারশত শ্লোকে সমাপ্ত এ বিরাট কাব্য মুরারী গুপ্তের কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের বর্ণনায় অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার দাবিদার। গৌরাঙ্গবিষয়ক প্রথম পদাবলীও তিনিই রচনা করেছিলেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদার ১৫৩৩ থেকে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থটি রচিত বলে উল্লেখ করেছেন। সিলেট শহরের

বড়শালাতে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা জগদানন্দ গুপ্ত মন্ত্রী ছিলেন গৌড়গোবিন্দের।

মুরারী গুপ্ত মহাপ্রভুর বাল্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বলে অন্যান্য জীবনীকারগণ– যেমন কবি কর্ণপুর, দামোদর পণ্ডিত, জয়ানন্দ, লোচন দাস, বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ সকলেই তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন।

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন–

'আদিলীলার মধ্য প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারী গুপ্ত করিলা গ্রন্থিত ॥'

জয়ানন্দ লিখেছেন–

'মুরারী গুপ্ত কবীন্দ্রের কবিত্ব সুশ্রেণী।
পরম অক্ষর তার পদে পদে ধ্বনি ॥'

গৌরপরিজনদের মধ্যে আরো বহু মেধাবী সজ্জন রয়েছেন যাঁরা ধর্মজগতে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি স্বরূপে দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে কালজয়ী হয়েছেন, মুখোজ্জ্বল করেছেন জননী শ্রীভূমির।

৩. শ্রীবাস

'যার গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্তন
সবংশে পাঁচভাই করেন বৈষ্ণব সেবন।'

চৈতন্যপূর্ব নবদ্বীপে একটি বৈষ্ণব আবেষ্টনী সৃষ্টি হয়েছিল মূলত শ্রীবাসঅঙ্গনকে কেন্দ্র করেই। শ্রীবাস সম্পর্কে মুরারী গুপ্ত লিখেছেন– 'শ্রীনারদাংশ জাতহসৌ শ্রীমৎ শ্রীবাস পণ্ডিত'। নারদ ঋষির অংশে জন্ম শ্রীবাসের। তাঁরা চারভাই শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি। শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে জন্ম। নবদ্বীপবাসী হয়েছিলেন শ্রীহট্টীয় পাড়ায়। সেখানে চারভাই রাতে হরিনাম কীর্তন করতেন। মহাপ্রভু যে নামপ্রেম জগতকে দান করেছিলেন তার সূত্রপাত হয়েছিল শ্রীবাসঅঙ্গনের কীর্তন মঞ্চ থেকেই। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনীও ভক্ত সাধিকা ছিলেন। নিত্যানন্দ শ্রীবাসকে বাবা ও মালিনীদেবীকে মা বলে ডাকতেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণববিরোধী পাষণ্ডদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন শ্রীবাস। তাঁকে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়। তিনি মৃত পুত্রের শোকে মুহ্যমান না হয়েও কীর্তনানন্দে থাকতেন এমনি ঘটনার উল্লেখ আছে চৈতন্য ভাগবতে–

'একদিন শ্রীবাস মন্দিরে গোসাঞি
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুইভাই ॥

শ্রীবাসের পুত্রের তাহা হইল পরলোক।
তবুও শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক॥'

মহাপ্রভুর কীর্তনে রসভঙ্গ হবে মনে করে তিনি বাড়িতে নারীদের রোদন পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এমনি শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত।

'শ্রীবাস শ্রীরাম প্রভুর প্রিয় দুইজন।
তার সনে ক্রীড়া করে আনন্দিত মন॥'

পঞ্চখণ্ডের অধিবাসী এই চারভাই মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ হিসেবে সর্বত্র শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁদের গৌরপ্রাণতা শুধু ভক্তিতেই নয়, সেবায়ও প্রসারিত ছিল। শ্রীবাস পত্নী মালিনীদেবীর রান্না মহাপ্রভুর প্রিয় ছিল।

'প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন রান্ধেন মালিনী।
ভক্তে দাসী অভিমান, স্নেহেতে জননী॥'

৪. সেন শিবানন্দ

মৌলভীবাজারের আদপাশা গ্রামে সেন শিবানন্দ বসতি স্থাপন করেছিলেন। তার বংশধররা মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দের মধ্যে মুখ্যস্থান অধিকার করে আছেন। তিনিও নবদ্বীপ প্রবাসী ছিলেন। মহাপ্রভু কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দের বাড়ি গিয়েছিলেন। শিবানন্দ জীবনের শেষে আঠারো বছর নীলাচল যেতেন অমিয় নিমাইকে দেখতে। মহাপ্রভু সেন শিবানন্দকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সকলকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার। দলপতি শিবানন্দ সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতে আছে–

'শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান।
সবাইকে পালন করি সঙ্গে লইয়া যান॥
শিবানন্দ সেন জানেন উড়িয়া পথের সন্ধান।
সবাইকে দেন বাসস্থান॥'

শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ সেন। যাঁর উপাধি ছিল কবিকর্ণপুর, তিনি পুরীদাস নামেও খ্যাত ছিলেন; একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি 'চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক' 'চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য' ও 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা' গ্রন্থ রচনা করেন।

'শিবানন্দের প্রেমলীলা কে বর্ণিতে পারে।
যার প্রেমে বশ প্রভু– আস্যে বারে বারে॥'

পুরীধামে প্রতি বছর তীর্থযাত্রী নিয়ে যেতেন সেন শিবানন্দ তাঁর পুত্র কবি কর্ণপুর মহাপ্রভুর লীলাব্যাস।

৫. বৃন্দাবন দাস

চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাসও শ্রীহট্টেরই জাতক। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাই নলিনী পণ্ডিতের কন্যা নারায়ণীর গর্ভজাত বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্য ভাগবত' লিখে যশস্বী হয়েছেন। শ্রীহট্টে চৈতন্য ভাগবতের যত পুঁথি শ্রীহট্টে পাওয়া গেছে আর কোনো গ্রন্থের এত পুঁথি পাওয়া যায়নি। এতে গ্রন্থটির জনপ্রিয়তাও অনুমেয়। বৃন্দাবন দাস পঞ্চখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

'কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ যে হো।
তাঁর সহিত নারায়ণী হইল বিবাহ ॥
বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে।
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ নাথ চলি গেলা স্বর্গে ॥ (প্রেমবিলাস)
* * *
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥'

বিধবা হওয়ার পর নারায়ণী শ্রীহট্টে চলে আসেন। এখানেই বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। নারায়ণীকে মহাপ্রভু খুবই স্নেহ করতেন। বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর বাল্যলীলা ও পূর্ব জীবনের ঘটনাপঞ্জি বিশদভাবেই বর্ণনা করেছেন। বৈষ্ণবধর্ম ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশে চৈতন্য ভাগবতের অবদান চিরকাল স্মরণযোগ্য।

আরো অনেক বৈষ্ণব মহাজন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে তাঁদের পদাবলীতে অপূর্ব মণ্ডণকলায় সৌষ্ঠবমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। শ্রীহট্টের এই সব মহাত্মারা হচ্ছেন মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত ভাবধারার এক একজন বিশিষ্ট পুরুষ। তাঁরা হলেন– রত্নগর্ভ, যদুনাথ, গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষ। রত্নগর্ভ আচার্যের ভাগবতপাঠ স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রবণ করতেন। পদকর্তা বাসু ঘোষ সাধকরূপে ও গুরুপদবিতে শ্রীহট্টে খুবই উচ্চে অধিষ্ঠিত। বাসু ঘোষের 'শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস' গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো।

৬. শ্রীগধাদর

' শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীহট্টে জন্ম হয়।
প্রভুর নিকটে আসি নবদ্বীপে রয় ॥'

গদাধর প্রভুর আবির্ভাব ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে, ১৪০৯ শকে বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে। পিতার নাম মাধব মিশ্র ও মাতার নাম রত্নাবতী দেবী। মাধব মিশ্রের দুই পুত্ররত্ন ছিলেন যথা বাণীনাথ ও গদাধর। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে একমাত্র

গদাধরই দার পরিগ্রহ করেননি। গদাধর রাধিকাভাবে মহাপ্রভুর সেবা করে গেছেন। গদাধর নিজে পঞ্চতত্ত্বের এক অবতার - স্বয়ং রাধিকাশক্তি, সর্বদা মহাপ্রভুর সেবায় জীবন-মন সমর্পিত কিন্তু মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন শ্রীমদ্ পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির নিকট থেকে। ব্রজলীলায় তিনি ছিলেন বৃষভানুরূপে। তাঁর শ্রীমুখে ভাগবত পাঠ শ্রবণ না করলে মহাপ্রভুর প্রাণে শান্তি হত না। তিনি প্রত্যহ মহাপ্রভুকে ভাগবত পাঠ করে শোনাতেন এবং উভয়েই অশ্রুধারায় ভাসতেন। গদাধর নীলাচলে বাসকালে টোটা গোপীনাথ বিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একবার নিতাইচাঁদ সুদূর গৌড় দেশ থেকে মাথায় করে এক বস্তা সুগন্ধি চাল এনে গদাধরের হাতে সমর্পণ করেন। গদাধর সেই চাল পেয়ে টোটা হতে শাকসবজি তুলে ও তেতুলের টক দিয়ে ভোগ সমর্পণ করেন। স্বয়ং মহাপ্রভু এই মহাপ্রসাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। একবার গদাধর নীলাচলে যেতে চাইলে মহাপ্রভু ক্ষেত্রে থেকে গোপীনাথ সেবা করতে শ্রীবাসকে আজ্ঞা করেছিলেন। শ্রীবাস মহাপ্রভুকে কত ভালবাসতেন তা অবর্ণনীয়।

'প্রভু কহে ইহা করো গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে কোটি সেবা তৎপদ দর্শন॥'

শ্রীমন মহাপ্রভুর অপ্রকটের একবৎসর কালের মধ্যে ১৫৩৪ খ্রি. ৪৭ বৎসর বয়সে তিনি অপ্রকট হন।

মহাপ্রভুর ভাগবতীধারার উত্তরাধিকার ও সর্বভারতীয় খ্যাতিতে ভাস্বর। অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। মহাপ্রভুর মাতুল বিষ্ণু দাসের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শ্রীশ্রীবাল ব্রহ্মচারী। শোনা যায় নব্যস্মৃতির প্রবর্তক রঘুনন্দন শচীমাতাকে 'পিসিমা' ডাকতেন।

এভাবে গৌরপারম্যবাদ দেশে দেশে কালে কালে বিস্তারিত হয়েছে। শ্রীভূমি শ্রীহট্টের তীর্থমহিম মাটি থেকেই। আধুনিককালেও অনেক বিখ্যাত বৈষ্ণব মহাজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরূপে তাঁদের প্রতিষ্ঠাকে ম্লান করে রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে বৃন্দাবন বৈষ্ণব পারমার্থিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম রূপকার শ্রীমৎ হরিদাস নামানন্দজী (ড. সতীশচন্দ্র রায়) শ্রীসোনারগৌরাঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক বহু বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব, 'বেঙ্গল বৈষ্ণবিজম' গ্রন্থের প্রণেতা প্রখ্যাত বাগ্মী ও দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পাল এবং বৈষ্ণব সাধক রাধাকৃষ্ণ দাস বাবাজী ও দীনশরণ দাস বাবাজী মহারাজের নাম করা যেতে পারে। যাঁরা মহাপ্রভুর নির্দেশিত পথে মহাজীবনের অভীপ্সাকে উন্নীত করেছেন নিজেদের জীবনে। উজ্জ্বল করেছেন জননী শ্রীভূমির ঐতিহ্যকে।

পরিশিষ্ট-২

নীলাম্বর পরিজন

নীলাম্বর চক্রবর্তীর ছোট মেয়ে সর্বজয়ার স্বামী হচ্ছেন চন্দ্রশেখর আচার্য। তিনি নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে আচার্য উপাধি পান। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে–

'আচার্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যার ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥'

চৈ: চ: আদি ১০ পৃ: ১৩

এই আচার্য চন্দ্রশেখর ও সর্বজয়া শিশু নিমাইর জাতকর্মের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার গৃহেই অভিনীত হয়েছিল চৈতন্যলীলা নাট্যকলা।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের যাবতীয় আয়োজনও আচার্য চন্দ্রশেখরই করেছিলেন। গৌরসুন্দর তাঁকেই সব কর্ম করার ভার অর্পণ করেছিলেন।

'আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি।
বিধিযোগ্য যত কর্ম সব কর তুমি ॥
তোমারই প্রতিনিধি করিলাম আমি।'

চৈ: ভা: মধ্য-১৮ অ: ১৩২

শ্রীমন মহাপ্রভু শচীমাতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন– 'শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজ ছাড় পুত্রজ্ঞান।'

'এত শুনি শচীদেবী বিস্ময় হিয়ায়।
বিশ্বম্ভর মুখপদ্ম এক দিকে চায় ॥
সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণ বুদ্ধি হৈল।
আপন প্রকাশ বলি মায়া দূরে গেল।'

শচীমার মনে একদিন স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল যে,

'জগত বল্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়।
কারু বশ নহে মোর শক্তো কিবা হয় ॥
এত অনুমানি শচী কহিল বচন।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ রতন।'

শচীমা যখন জানলেন যে, তাঁর পুত্র স্বয়ং ভগবান তখন তার বিলাপ আরো গভীরতর হলো। শচীমা পুত্রের কাছে জানালেন এক আর্তি – যেন সব সময় গৌরসুন্দর দেখা দেন তাঁর জয়পুরধামে। জননীর ইচ্ছা পূরণ করে মহাপ্রভু

বলেন–

'পুনরপি মুখ তুলি কহে বিশ্বম্ভর।
শোন গো জননী তুমি আমার উত্তর ॥
যে দিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে।
সেইক্ষণে তুমি আমা দেখিবারে পাবে ॥'

ভক্তজনের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হোক যে, সতত শ্রীমন মহাপ্রভুর দর্শন এই ধামে পাওয়া যাবে। তিনি নিজে কৃপা করে এই সুমঙ্গলবার্তা প্রচার করেছেন।

'মিশ্রের সহধর্মিনী নাম শচী ঠাকুরাণী
মহা সাধ্বী ভক্তি পরায়না।
স্বধর্মে রাখিয়া মতি প্রত্যহ করেন সতী
পতিসহ বিষ্ণু আরাধনা ॥
অষ্ট কন্যা একে একে গিয়াছে পরমলোকে
ছিঁড়ি দম্পতির স্নেহজাল।
বিশ্বরূপ নামে পুত্র অবশেষ একমাত্র
রহিয়াছে বংশের দুলাল ॥'

পরিশিষ্ট-৩

জয়পুরধাম, তথ্যপঞ্জি

শচীঅঙ্গনধাম– জয়পুরে নিত্য শ্রীমন মহাপ্রভুর ভোগরাগ হয়। প্রতিদিন ভক্ত সমাগম হয়। প্রতি শুক্রবার বিশেষ ভক্ত সম্মেলনী হয়। প্রচুর লোক সমাগম হয়ে থাকে। এই ধামকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। তাছাড়া সেবাপূজার ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শচীঅঙ্গন সেবা ট্রাস্ট। এই ট্রাস্ট ৫ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী আমানত গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতি বছর মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবে বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমাবেশ হয়। নামযজ্ঞ, ধর্মসভা, লীলাকীর্তন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিও আয়োজিত হয়।

শ্রীমন মহাপ্রভুর মাতৃতীর্থ এই জয়পুরধাম ইতোমধ্যে তীর্থমহিমা লাভ করেছে। দেশ বিদেশের অনুরাগী, জিজ্ঞাসু ও ঐতিহ্যসন্ধানী সুধীজনেরা এখানে আসেন তীর্থ পরিক্রমায়। এভাবেই এক সুপ্রাচীন সুপ্ত গৌরস্মৃতিতে অম্লান স্থান স্বয়ং প্রকাশ হয়ে আবেদন ছড়াচ্ছে চারিদিকে। শ্রীশচীমাতার পবিত্র জন্মস্থান হোক সকল গৌরমণ্ডলের প্রাণস্বরূপ– এ প্রার্থনা জানাই গৌরসুন্দরের রাতুল শ্রীচরণে।

সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের মিরপুর বাজারে নেমে রিক্সাযোগে এই ধামে যাওয়া যায়। রাস্তার দক্ষিণ পাশে জয়পুর গ্রাম। মহাসড়কের জয়পুর সংযোগ সড়কে সাইনবোর্ড স্থাপিত আছে। শ্রীমঙ্গল থেকে হবিগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল লাইনের বাসে নতুন বাজার নেমেও জয়পুর আসা যায়। রেলপথে এলে শায়েস্তাগঞ্জ জং স্টেশনে নেমে মিরপুর থেকে জয়পুর আসা যায়।

শ্রীশ্রীশচীধাম মহিমা

মনোজবিকাশ দেবরায়

জয় জয় শচীধাম, নিত্যলীলাভূমি।
যেথায় বিহার করেন গৌরচিন্তামণি ॥
শ্রীভূমি শ্রীহট্ট মাঝে জয়পুর গ্রাম ।
হেথা বিরাজিত নিত্য শচী অঙ্গন ধাম ॥
শ্রীঅঙ্গন মন্দিরে শোভে মধুর মূরতি।
বাৎসল্যের শ্রীবিগ্রহ দেখে হয় প্রীতি ॥
মায়ের কোলেতে আছেন শিশু নিমাই।
মনোহারী শ্রীবিগ্রহ বলিহারি যাই ॥
ভগবানের বাল্যলীলা ভক্তপ্রাণে জাগে।
লীলা আস্বাদন করেন গভীর অনুরাগে ॥
নরতনু ধারণ করে আসেন শ্রীহরি।
অনর্পিত প্রেমধন চৌদিকে বিতরি ॥
এই ধামের বৃক্ষগণ আর লতাপাতা।
অনুক্ষণ কয় শুধু মুখে গৌরকথা ॥
মলয় পবন বহে শ্রীধাম বিস্তারি।
মৃদু মৃদু স্বরে বলে জয় গৌরহরি ॥
অলিগণ মধুলোভে আসি এইধামে।
সারাক্ষণ মাতি রয় নাম সংকীর্তনে ॥
প্রভাতে সূর্যের কিরণ আকাশেতে ভাসে।
শচীকোলে নিমাইচাঁদ মৃদু মৃদু হাসে ॥
পার্শ্বে দণ্ডায়মান চক্রবর্তী নীলাম্বর।
জ্যোতিষশাস্ত্র বিশারদ প্রফুল্ল অন্তর ॥
দেখিয়া দৌহিত্র মুখ আনন্দিত মনে।

কহিলেন সমাগত সব ভক্তগণে ॥
এই তীর্থভূমে যারা সতত আসিবে।
অবশ্যই তাহাদের প্রেম লাভ হবে ॥
লভি সেই প্রেমধন যাবে বৃন্দাবন।
নিত্যসেবা অনুধ্যানে কাটাবে জীবন ॥
ধামের রজেতে পড়ি করি অভিলাষ।
জন্মে জন্মে যেন হয় শচীধামে বাস ॥